ভালোবাসার জন্মদিন

শিমুল ফরিদ

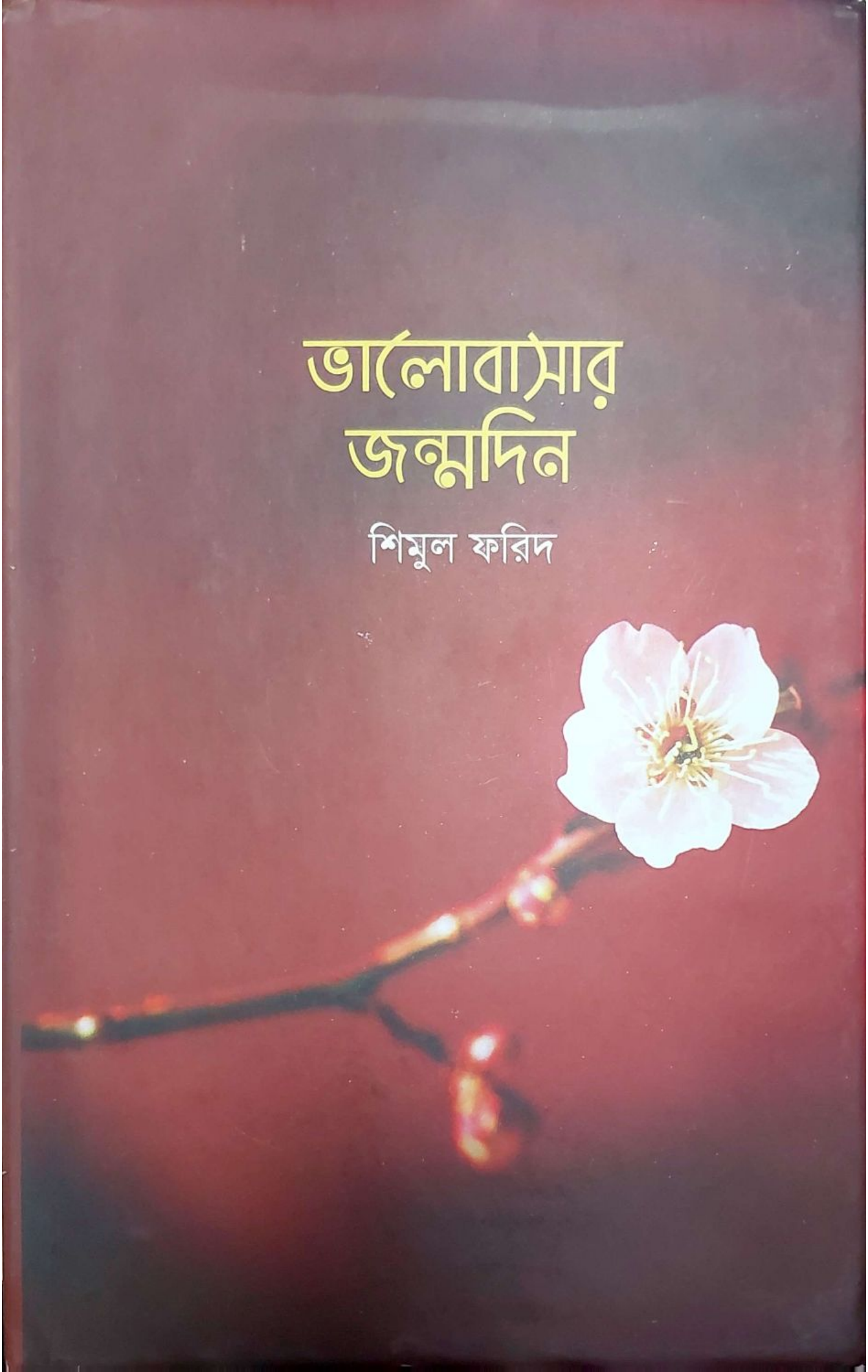

তরুণ প্রজন্মের প্রায় অধিকাংশই ভালোবাসার সঠিক সংজ্ঞাটা জানে না। ফলে তাদের অল্প বয়সেই ভালোবাসার যন্ত্রণাটা উপভোগ করতে হয়।

তবে এই উপভোগটা কখনোই আনন্দের নয় বরং এটা শ্রাবণ সমান বেদনার কিংবা দীর্ঘশ্বাসের। অথচ তাদের আশেপাশেই সত্যিকারের ভালোবাসার হাজারো নিদর্শন ঘুরে বেড়ায়।

এই যেমন: বন্ধ্যাত্বে ভোগা হাজারো দম্পতি। বলুন তো তাঁরা সন্তান ছাড়া কীসের জোরে ত্রিশ-চল্লিশ বছর সংসার জীবন অতিবাহিত করেন? কোন ম্যাজিকের জোরে তাঁরা সমাজ এবং পরিবারের কটুবাক্য উপেক্ষা করে গোটা এক জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন?

আসলে তাদের জোর, ভরসা, ম্যাজিক বলতে - 'নিখাঁদ ভালোবাসা' আর কিচ্ছু না।

বিশেষ সতর্কতা:

সম্মানিত ভালোবসার যাত্রী মহোদয়গণ,

ভালোবাসার জন্মদিন যাত্রী সেবায় আপনাকে স্বাগতম।

আমাদের ভালোবাসার জন্মদিন বিশেষ কোনো দিন নয়। ভালোবাসার জন্মদিন একটা অনুভূতির নাম। এমন অনুভূতি কারোর জন্য অভিশাপ আবার কারো কাছে এটা ভালোবাসার পরিমাপ।

তাছাড়া আপনাদের আরো দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের এ গাড়ি যাত্রা পথে কোথাও ব্রেক করবে না। তাই প্রস্রাব-পায়খানা আগেই সেরে নিন। পানি, চিপস, চানাচুর এবং খানাপিনা সঙ্গে নিয়ে শক্ত করে ধরে বসুন।

ধন্যবাদ

'এই যে শুনছেন! আমি না আপনার প্রেমে পড়েছি।'

যাকে এই কথাটা বললাম তার বয়স ষোলো কিংবা সতেরো আর আমার বয়স থার্টি টু। আমি ভেবেছিলাম মেয়েটা আমার এই কথাটি শুনে চমকে উঠবে কিংবা ভূত বলেও হয়তো চিৎকার দিয়ে উঠবে। তবে এমন হতেও পারতো, সে জন্য আমার প্রিপারেশনও ছিল। দৌড়ে পালাতাম পেছনের গলি দিয়ে।

আমি শিবলু। পেশায় একজন কপিরাইটার। কিন্তু আমার বউয়ের কাছে আমি সব সময়ে মতো কপি রাইটার, মানে অন্যের আইডিয়া নকল করা, অন্যের লেখা চুরি করা সেটা আবার নিজের নামে চালিয়ে দেয়া-এই আরকি। তাকে আমি হাজার বার বলেছি, আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে কপিরাইটার আর কপি রাইটার কিন্তু এক না। কপিরাইটার হলো যে ব্যক্তি কোনো একটা পণ্য বা সার্ভিসকে বিক্রয় উপযোগী করার জন্য সৃজনশীল চিন্তাধারার মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণের কাছে উপস্থাপন করে তাকে কপিরাইটার বলে। হ্যাঁ, প্রতিবার তার কানে এই বাক্যটা গুঁজে দেওয়ার পরেও সে আমার সাথে একই তামাশা করে। অথচ দিন রাত খেটে ব্র্যান্ডগুলোর মন মতো একটা কন্টেন্ট তৈরি করে সেটা সবার সামনে মনোমুগ্ধকর ভাবে উপস্থাপন করাটা চাট্টিখানি বিষয় না। কিন্তু ঘরে আর দাম পেলাম কই! আসলে ঘরে বউয়ের কাছে দাম পাওয়া পুরুষের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন। হয়তো খোঁজ নিলে দেখা যাবে দেশের বিচারপতি যিনি, তিনিও তার বউয়ের কাছে দাম পান না।

আজ সরকারি ছুটির দিন। চাকরিজীবী মানুষের কাছে এমন দিন ঈদের দিনের মতো। এই দিনে একটু বেলা করে ঘুমানোই তো স্বাভাবিক। কিন্তু

সকাল থেকে রেডিও অন– ময়লাওয়ালা এসেছে ময়লা দাও, দুধওয়ালা এসেছে দুধ নাও ইত্যাদি।

হোস্টের ভূমিকায় আছেন মিসেস শিবলু, যার ডাক নাম মিষ্টি। মাঝেমাঝে আমি ভেবে পাই না কে যে এই মহিলার নাম রাখলো মিষ্টি আল্লাহ্ মালুম! যার মুখ দিয়ে কেবল শাসনই বের হয়। তবে আমি উনার নাম দিয়েছি তেতো মিষ্টি। যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় এমন নামকরণের সার্থকতা কী? আমি বলবো অনেক সার্থকতা আছে। ধরুন, রাতের খাবারে গরুর ভুঁড়ি দিয়ে পেট ভরে ভাত খেলেন, তারপর কড়া একটা ঘুম আপনি আশা করছেন। বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে যখনই উপুত হয়ে ঘুমাতে যাবেন! তখনই যদি কেউ বলে উঠে ডান কাত হয়ে ঘুমাও তা না হলে ভুঁড়ি বাড়বে। কিংবা দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন নাকি বসে পানি পান করলে, ডান হাতে নাকি বাঁ হাতে পানি পান করলেন ইত্যাদি।

এসব নিয়ে যখন প্রতি বেলায়ই আপনি লেকচার শুনবেন তখন নিশ্চয়ই আপনি ভাববেন না মিষ্টি হঠাৎ তেতো হয়ে গেল কেন। আজ সকালে ঘুম ভেঙে একবার ময়লা দিলাম তারপর দুধওয়ালা আসার পর দুধটাও নিলাম কিন্তু মিষ্টি নাক টেনে টেনে কেঁদেই যাচ্ছে। কেঁদে কেঁদে একটা কথাই বলছে, 'কী দেখে যে এই পোলারে আমার ঘাড়ে জুটাইলাম! আমি দেখে তোমার সংসার করতেছি, অন্য কেউ হলে কবেই চলে যেত!'

এই কথাগুলো প্রায় প্রতিদিনই আমার শোনা হয় তাই এখন আর কোনো ফিলিংস কাজ করে না। তবে হঠাৎ কেন জানি মিষ্টির আজকের কথাগুলো আমার গায়ে লেগেছে। বিছানা ছেড়ে নিরিবিলি উঠলাম। ব্রাশ করতে করতে ভাবলাম আচ্ছা আমি কি বুড়ো হয়ে পড়েছি? আমি কি দেখতে বেশি খারাপ? মাথার ভিতর এমন কত প্রশ্ন হুট করে চলে আসছে কিন্তু এত প্রশ্ন সামলাতে আমি আর পারছি না। কমোডে বসে আমার জুনিয়র কপিরাইটার সোমলতাকে ফোন দিলাম। 'সোম, বল তো আমাকে তোর কেমন লাগে?'

সোমলতা বললো, 'ভাইয়া আপনার মতো ক্রিয়েটিভ মানুষকে কার না ভালো লাগে! ইশ পরের জন্মে আপনার মতো কাউকে যদি পেতাম!'

সোমলতার কথায় ভরসা পাচ্ছি না। মেয়েটা ছোট হলেও মাথায় অনেক বুদ্ধি। কে জানে এই সুনামের উছিলায় পরবর্তী মিটিং এর প্রেজেন্টেশনটাই না তৈরি করিয়ে নেয়!

ইতিমধ্যে আমার বাসাটা কারবালার ময়দানের মতো থমথমে। সুযোগ বুঝে চট করে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাসা থেকে বেরিয়েই সোজা চলে গেলাম হাসানের দোকানে। হাসানের দোকানে যেতে না যেতেই খেয়াল করলাম বেকারির ক্রিম রুটিগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা রুটি মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে হাসানকে বললাম, 'ভায়া একটা চা দাও।'

হাসান অমনি বললো, 'কোনডা ভায়া?'

আমি বললাম, 'ওইডা; চিনি ছাড়া দুধ চা।'

'না ভায়া তুমি তো মাঝে মাঝে আবার লেবু চা চাও, তাই কইলাম।'

হাসান দুধ চা দিলো, খালি পেটে দুধ চা ইদানীং ভালো লাগে না; কেমন জানি কশ কশ লাগে। আসলে সকাল থেকে মাথাটা আমার একটু এলোমেলো আর এটা তো হাসান বুঝেনি। কেননা আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে কী যেন ভাবছি হাসান তা ভালোই খেয়াল করছে।

হাসান তাৎক্ষণিক বলে উঠলো, 'কী ভায়া, কী নিয়া এত চিন্তা করো! মইরাটইরা যাইবা নাকি?'

হাসানের মুখে ঢাকার লোকাল ভাষায় মরার কথাটা শুনে কপালটা যেন ঘেমে উঠলো। চা টা দ্রুতই শেষ করে হাসানকে বললাম, 'ভায়া কও তো, আমাকে দেখতে কি বুইড়া বুইড়া লাগে?'

হাসান সাথে সাথে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলা শুরু করলো, 'কেডা কয় ভাই! তুমি এহন চাইলে একসাথে তিনডা প্রেম করতে পারবা।'

আমার কেন জানি মনে হলো হাসান বেশি বেশি বলছে। গত রাতেও আয়না দেখে টেনশন করছিলাম দু'পাশের গালের দাড়িগুলো লাল হয়ে উঠছে। আর আমাকে দেখে নাকি মেয়ে পটবে। আসলে সকাল থেকে আমার কৌতূহল মিষ্টি ছাড়া কি আসলেই আমার কপালে কোনো মেয়ে নাই? নাকি আমার দুলাভাই যেটা বলেন সেটাই সত্যি! আমার দুলাভাই গতবার বিদেশ যাওয়ার আগে আমাকে সাবধান করে বলে গেছেন, 'বউকে